মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

মতামত মতামত মতামত মতামত

শহীদ খেতাব মুসলমানের জন্য সংবিধিবদ্ধ করা হোক

মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন কালারুকী

পূর্বকথা: একজন নাগরিকের কমপক্ষে দু'টি পরিচয় থাকে। প্রথমটি তাঁর রাষ্ট্র বা দেশের সাথে সম্পৃক্ত এবং ওপরটি হলো ধর্মীয়। তাছাড়া কেউ যদি কোন দলের সাথে সম্পর্ক রাখেন, তাহলে তাঁর দলীয় পরিচয়ও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মোটকথা একজন মানুষের একাধিক পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। তাই "শহীদ খেতাব মুসলমানের জন্য সংবিধিবদ্ধ করা হোক" এ নামে শিরোনামটি সুনির্দিষ্ট করেছি সাম্প্রতিক একটি সংবাদ পাঠ করে। সংবাদটি বিলাতের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক সুরমায় প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সাপ্তাহিকীর বর্ষ ৩১ ও সংখ্যা ১৬৮২ (২৭ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর ২০১০) ১১নং পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। প্রকাশিত খবরের শিরোনাম হলো- "গভীর শ্রদ্ধা ও ফুলেল ভালোবাসায় ঐতিহাসিক নানকার দিবস পালিত"। বিয়ানীবাজার থেকে শাবুল আহমেদ কর্তৃক প্রেরীত এ সংবাদটি বর্ণনার সুবিধার জন্য তিনভাগে বিন্যাস করেছি। প্রথম অংশে রয়েছে- বর্তমান সময়ে সংঘটিত কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ, ২য় অংশে দিবস বা অনুষ্ঠান সংশিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের আয়োজন সংক্রান্ত খবর এবং শেষ পর্বে আছে সে ঐতিহাসিক দিবসের পুরানো দিনের কিঞ্চিত কথা। এখানে ২য় ও ৩য় অংশের পুনরাবৃত্তি যেহেতু মুখ্য উদ্দেশ্য নয় এ কারণে শুধু ১ম অংশ নিয়েই আমার মূল আলোচনা। যাক, পুরো সংবাদের প্রথম অংশটি হলো- "১৯ আগস্ট- গভীর শ্রদ্ধা ও ফুলেল ভালোবাসায় ঐতিহাসিক নানকার দিবস উদযাপিত হয়েছে। বুধবার ১৮ আগস্ট বিয়ানীবাজার উপজেলার সুনাই নদীর তীরবর্তী সানেশ্বর-উলুউরির মধ্যবর্তী স্থানে নানকার কৃষক বিদ্রোহে শহীদদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে দিবসটি পালিত হয়। বুধবার ৬১তম ঐতিহাসিক নানকার দিবসে প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে নানকার স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করতে দুপুর ১টায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন ও শ্রেণী পেশাজীবীর মানুষ একত্রিত হয়। স্মৃতিসৌধের সম্মুখে পুস্পস্তবক অর্পণ পূর্ববর্তী এক আলাচনা সভার শুরুতেই ১৯৪৯ সালের ১৮ আগস্ট নানকার কৃষক বিদ্রোহে রজনী দাস, ব্রজনাথ দাস চটই, প্রসন্ন কুমার দাস, পবিত্র কুমার দাস, অমূল্য কুমার দাস, কুটুমণি দাস শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট নিরবতা পালনের মধ্যদিয়ে বিনম্রচিত্তে তাঁদের স্মরণ করা হয়।" প্রকাশিত সংবাদের শেষ অংশে জানা যায় "প্রসঙ্গত, ১৯৩৭ সালের ঘৃণ্য নানকার প্রথা রদ ও জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ১৯৪৯ সালের ১৮ই আগস্ট (বর্তমান) বিয়ানীবাজার উপজেলার সানেশ্বর উলুউরি গ্রামের সুনাই নদীর তীরে পাকিস্তান (সংবাদে মূল বানান- পাকিস্থান) ইপিআরের (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স) ছোড়া গুলিতে প্রাণ দেন ৬ বীর সেনা রজনী দাস, ব্রজনাথ দাস চটই, প্রসন্ন কুমার দাস, পবিত্র কুমার দাস, অমূল্য কুমার দাস, কুটুমণি দাস: আহত হন অসংখ্য মানুষ। এ ঘটনায় আন্দোলনে উত্তাল হয় সারা দেশ। অতঃপর ১৯৫০ সালে প্রবল আন্দোলনের মুখে সরকার জমিদারী প্রথা বাতিল ও নানকার প্রথা রদ করে কৃষকদের জমির মালিকানা দিতে বাধ্য হয়"।

মূল আলোচনা: সম্মানিত পাঠকমহলের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ মর্মে যে, ইতিহাসের স্মারক ঐ ঘটনার পটভূমি নিয়ে আলোচনা মূল উদ্দেশ্য নয়, সে জন্য আমার আজকের লিখনীর নির্দিষ্ট বিষয়টি সীমিত পরিসরেই রাখতে চাই। তবে ঐতিহাসিক ঐ ঘটনা কত যে বেদনাদায়ক তা মুখের ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা আমাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়। কারণ জনৈক কবি বলেছেন- "উদয়ের পথে শুনি ওরে কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"। এখানে তাঁদের বেলায়ও আমরা এ কথা দিয়ে মূল্যায়ণ করতে পারি নির্দিধায়। প্রসঙ্গ স্বরূপ বলতে হয় যে, ইদানিং বৃটেনে প্রচারিত সাপ্তাহিক ইউরোবাংলার ৯ম বর্ষের ৪৮ (প্রকাশকাল ১৬ আগস্ট) ও ৫০তম (প্রকাশকাল ৩০ আগস্ট) সংখ্যার মতামত কলামে আমার লিখিত একটি ঐতিহাসিক যৌক্তিক প্রস্তাব প্রকাশ হয়েছে। ইহার শিরোনাম ছিল "বাংলাদেশের শহীদ মিনারকে স্মৃতি মিনার নামকরণের যৌক্তিক প্রস্তাব"। এ নিবন্ধেও শহীদ প্রসঙ্গে খানিকটা তুলে ধরেছি। যেমন লিখেছি- "বাংলাদেশে বর্তমানে দুই ধরনের শহীদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ 'ভাষাশহীদ' ও দ্বিতীয়তঃ 'মুক্তিযোদ্ধা শহীদ'। তবে যে কথা সকলকে শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিতে হবে, সেটা হলো 'শহীদ' শব্দ একমাত্র মুসলমান তথা ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের একক ব্যবহার্য বিষয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার যুদ্ধকালীন সময়ে সমর সম্মুখে হোক বা ভিন্ন ক্ষেত্রে হোক নিহত কিছু সংখ্যক অমুসলিম জ্ঞানী-গুণী বিশেষ ব্যক্তি শত্রুপক্ষের নির্মম হত্যাচারের শিকার হয়েছেন বা নিহত হয়েছেন। কালক্রমে আমাদের সংশিষ্ট জনের পক্ষ থেকেই এ ধরনের ব্যক্তিকে 'শহীদ' নামে আখ্যা দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। একটি উদাহরণ যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্ত কেন্টিনটি 'মধু' নামে একজন প্রয়াত হিন্দু ভদ্র লোকের তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি নিহত হয়েছেন শত্রুপক্ষের হামলায়। তারপর আমাদের উত্তরসূরীদের পক্ষ থেকে ঐ ভদ্রলোকের নামের আগে 'শহীদ' শব্দ প্রয়োগ করে তাঁকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়েছে। মধু দা'র মতো অনেক অমুসলিম বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জীবনাবসান হয়েছে যা ইতিহাসই বলে দেবে। আর এসব আত্মদানকারী বিশেষ ব্যক্তিবর্গের প্রতি বাংলাদেশের দেশপ্রেমিকেরা সারাজীবন স্মরণ করলেও তাঁদের মহাঋণ শোধ হবে না।" তারপর "আমি জানি যে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোনো অমুসলিম ব্যক্তি ছিলেন না তবে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলমানদের ন্যায় বীরদর্পে অসংখ্য অমুসলিম বাঙ্গালী নাগরিকদের প্রাণ ঝরেছিল, আর এজন্যই তাঁরা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবেন। অতএব স্বাধীনতা বা কোন ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কোন মুসলিম নিহত হলে আমরা তাঁকে 'শহীদ' শব্দ দিয়ে মর্যাদাশীল করতে পারি।" তারপর "আসল কথা হলো- মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসূলের হাদীসে বর্ণিত আরবী ভাষায় ব্যবহৃত 'শাহীদ' (বাংলায় শহীদ) শব্দটি কেবল মুসলমানদের জন্যই ব্যবহার্য। উলেখ্য আলাহ ও তাঁর রাসূলের উপর যার ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক নেই অর্থাৎ যিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুসলমানদের মতো কুরআন-হাদীস অনুসরণ করেন না, এমন কোন ব্যক্তি যেকোন যুদ্ধে নিহত হলে তাঁকে মর্যাদাশীল করার জন্য 'শহীদ' শব্দ ব্যবহারের নিয়ম নেই। যেহেতু 'শাহাদাত' এর মর্যাদা বা সম্মান আলাহ ও তাঁর রাসূল ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম কর্তৃক স্বীকৃত। সুতরাং রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিকসহ সর্বস্তরের ঈমানদারের যৌথ প্রচেষ্টায় 'শহীদ' শব্দ ব্যবহারের মূল্যায়ন বা এর মর্যাদা রক্ষা করা অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করি, যেহেতু 'শহীদ' শব্দ ব্যবহার ও শহীদ হওয়া কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুমিনগণের সুনির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ বিষয়, অন্য কারোর নয়।" তারপর "শহীদ শব্দের অর্থ: তথ্যসূত্র: বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) সম্পাদক আহমদ শরীফ- তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ আগস্ট ২০০২ শহীদ/শহিদ: ধর্মযুদ্ধে নিহত; সত্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তি [আরবী] (পৃষ্ঠা: ৫১৮)" তারপর "উপরের আলোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশে যাদেরকে 'শহীদ' শব্দ দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে- তাঁরা সত্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মোৎসর্গকারী হিসেবে চিহ্নিত। তবে শহীদ এর খাছ অর্থ হবে- ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি, আর এ ধর্মযুদ্ধ বলতে- ইসলাম ধর্মের আদর্শ রক্ষার জন্য সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পরিচয়ে প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করা।" তারপর "শহীদদের স্মরণে সংঘটিত কার্যাবলী দ্বারা ইসলাম ধর্মীয় বিধি-বিধানের আওতায় কোনো গোনাহ সংঘটিত হলে সংশিষ্ট তথা জীবিত মুসলমানরা সৃষ্টিকর্তার কাছে পরকালে যে দায়ী হবেন সে জন্য তাঁদের জবাবদিহির চিন্তা আছে কী? যারা সব সময় এমন কাজ করে থাকেন, ফিরিশতারা কী তাঁদের দৈনন্দিন হিসাবের তালিকায় এসব লিপিবদ্ধ করবেন না?" তারপর "আমার জানা মতে সেখানে (শহীদ মিনারে) সংঘটিত কার্যক্রমের কিছু উলেখ করতে চাই। যদিও কেবল নিহত মুসলমান ব্যক্তিকে 'শহীদ' শব্দ দিয়ে পরিচয় দেয়ার নিয়ম। এখানে অন্য ধর্মের মানুষ সমবেত হয়ে থাকেন এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন। সর্বোপরি মুসলমানরাও অন্য ধর্মের মানুষের কায়দায় স্বস্তির সাথে নীরবতা পালন করে থাকেন এবং এতে পর্দার বিধান উপেক্ষা করে নারী-পুরুষের মিলিত হওয়ার উপর দলীয় বা সরকারীভাবে কোন নিষেধাজ্ঞা থাকে না।" তারপর "মনে রাখা উচিত যে, শহীদগণের সংশিষ্ট বিষয় রাজনীতিসহ সকল কিছুর উপরে হওয়া উচিত কারণ শহীদের আত্মা পবিত্র, এজন্যই তাঁদের মর্যাদা ভিন্ন।

যাঁরা মাতৃভাষা বাংলার মান রক্ষার্থে বুলেটের আঘাতকে ভুলে গিয়ে দাবি আদায়ের নিমিত্তে ইস্পাত কঠিন মনোভাবের পরিচয় দিয়ে অকাতরে জীবনের সকল মায়া-কান্না ত্যাগ করেছেন, যাঁরা স্বাধীনতার যুদ্ধে মাতৃভূমির সার্বভৌমত্বের মুক্তিতে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের এই মহাঋণ শোধ করা বাংলাদেশী বাঙ্গালীদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আমি সেকল ভাষা ও দেশপ্রেমিক বীর বাঙ্গালীদের মহৎ আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং মুসলমান শহীদগণের জন্য আলাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁদের মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ যেন তাঁদেরকে বেহেশত নসীব করেন।" তারপর "আমাদের আলোচনা কেবল ইসলাম ধর্মীয় নীতি-আদর্শের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। বিধায় ধর্মীয় উচ্চ পর্যায়ের এই আলোচনাটি কোন ক্রমেই প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতার আওতায় আনা যাবে না।" তারপর "একথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে, কেউ হয়তো কোন গোনাহ করেছে, আবার অন্য কেউ ঐ কাজ করে না কিন্তু ঐ গোনাহের কাজের সমর্থন দিয়েছে। এতে ঐ সমর্থনকারীও পাপের ভাগী হবেন। অতএব সরকারী ব্যবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেশের শীর্ষস্তরের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের পরামর্শ গ্রহণ করা সময়ের দাবি"।

তারপর "আলোচনান্তে আমার দেশ প্রেমিক সকলের প্রতি পরামর্শ ও সবিনয় অনুরোধ যে, অতীতে সংঘটিত সকল আত্মত্যাগের ঘটনায় আমাদের যে যে আপনজনেরা পৃথিবী থেকে চির বিদায় হয়েছেন তাঁরা অমর। আমরা তাঁদেরকে আজীবন স্মরণ করবো। তবে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে হচ্ছে যে, যারা মুসলমান হিসেবে পৃথিবী ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন, আমরা কোন ক্রমেই ইসলাম ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করে তাঁদের স্মরণে কিছু করতে পারি না। শুধু তাঁদের পবিত্র আত্মার কল্যাণে আলোচনা সভা অথবা স্মরণ সভা যাই করি না কেনো, তাতে মনে রাখতে হবে যে, একজন মুসলমানের মৃত্যু হলে কেবল তাঁর স্মরণে তাঁদের আন্তরিক জনেরা ইসলামী শরীয়তের বিধানের বাইরে কিছু করে থাকলে জীবিতরাই আল-াহ্‌র কাছে দায়ী থাকবেন। তা ছাড়া মৃত বা শহীদগণের ক্ষতি হয়, যে কারণে মন্দ কাজ দিয়ে স্মরণ করলে প্রশান্ত আত্মা কষ্ট পায়। এজন্য শহীদগণের পবিত্র আত্মাকে শরীয়তসম্মত নিয়মে খুশি রাখার প্রয়োজন।" তারপর "দিনের আলোচনান্তে নিহত বা শহীদ মুসলমান ভাইয়ের জন্য দোয়া-দুরূদের ব্যবস্থা করুন। যদি দেখা যায় অনুষ্ঠানে এসব করা যাচ্ছে না, তাহলে স্থানীয় কোন মসজিদে এর ব্যবস্থা করা উচিত।" তারপর "জাগতিক আন্দোলনে নিহত অমুসলিম ব্যক্তিবর্গকে মুসলমানদের খাছ ব্যবহার্য 'শহীদ' শব্দের বদলে ভাষাপ্রেমিক, ভাষাসৈনিক, বীরপ্রতীক, বীরবিক্রম, বীরউত্তম, বীরসৈনিক, মুক্তিযোদ্ধা বা অন্য কোন উপযুক্ত শব্দের মাধ্যমে তাঁদেরকে মূল্যায়ন করা হোক" (বর্ণিত অংশগুলো ইউরোবাংলায় প্রকাশিত নিবন্ধের বিশেষ অংশ) শেষ বক্তব্য: আলোচনার শেষপর্বে পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার সুনাই নদীর তীরবর্তী সানেশ্বর-উলুউরির মধ্যবর্তী স্থানে ১৯৪৯ সালের ১৮ আগস্ট ঘটনা ঘটেছিল। তখন ছিল সবেমাত্র বিলুপ্ত ব্রিটিশ শাসনামল পরবর্তী ২ বছর এর মতো এবং পাকিস্তান শাসনামলের প্রারম্ভিক। তাই বর্তমান সময় পর্যন্ত দীর্ঘ ৬১ বছর ধরে এখানে স্থানীয় ও প্রচলিত সংস্কৃতির ধারাবাহিক কার্যক্রম চলে আসছে। এজন্য একা বা সমষ্টিগত কারো উপর দোষ আরোপ করা যাবে না। এটা যেন এক ধরনের উত্তরাধীকারী সূত্রে প্রাপ্ত।

বাংলাদেশের অনেক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে, যারা অমুসলিম সম্প্রদায়ের নাগরিক অথচ তাঁদের স্মরণে সংস্লিষ্ট জনেরা অর্থাৎ অমুসলিমগণের সাথে ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাও (মুসলমানগণ) বরাবরের মতো স্মরণ সভা করেন এবং নিরবতা পালনসহ কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে গান-বাজনার আসরও জমিয়ে থাকেন। সর্বোপরি নিহতদেরকে প্রাণভরে 'শহীদ' শব্দ দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়। আমার বক্তব্য যে, এটাকে এভাবে চলতে দিলে আরেক অবাস্তব ইতিহাস রচনা হবে। তাই বাস্তবসম্মত শব্দ ব্যবহার ও ইহার যথাযথ মূল্যায়নে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসা উচিত। কথা উঠতে পারে যে নিহত অমুসলিমদেরকে 'শহীদ' শব্দ দিয়ে মূল্যায়ন না করলে তাঁদের উচ্চ স্তরের মর্যাদা হবে না। এটার জবাব হলো- অমুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেও এটার ইচ্ছা করেন না যে, 'শহীদ' শব্দ দিয়ে তাঁদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে। তবে একথাও বুঝে রাখতে হবে যে, যাকে শহীদ হিসেবে পরিচয় দিয়ে মর্যাদাশীল করা হচ্ছে, একদিন হয়তো কেউ এ ধরনের নামের শহীদকে 'মরহুম' শব্দ দিয়ে মূল্যায়ন করতেও পারে। তখন সেদিন হবে ইতিহাসের নামে চূড়ান্ত অবমূল্যায়ন। সরকার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ: একটি দেশে সংবিধানের সংশোধনী হয়ে থাকে। আজকের এই "গভীর শ্রদ্ধা ও ফুলেল ভালোবাসায় ঐতিহাসিক নানকার দিবস পালিত" শিরোনাম সম্বলিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত নিবন্ধটি শুধু গতানুগতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় নি বরং এটা সমগ্র মুসলিম মিলাতের বিশেষ করে বাংলাদেশী মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের শামিল। অতএব ইতিহাসের যথাযথ মূল্যায়ন ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে সত্য উপস্থাপনের নিমিত্তে কেবল শহীদ খেতাব মুসলমানের জন্য সংবিধিবদ্ধ করা হোক। অতএব সংশিষ্ট প্রস্তাবটি বাস্তবায়নকল্পে বাংলাদেশ সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

SUBSCRIPTION FORM

সাপ্তাহিক ইউরোবাংলা EUROBANGLA

ডাকযোগে পেতে হলে ফরমটি পূরণ করে 'Euro Bangla' নামে চেক অথবা পোস্টাল অর্ডার আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

মেয়াদ	যুক্তরাজ্য	ইউরোপ	অন্যদেশ	বেসরকারী সংস্থা	সরকারী সংস্থা
ছয়মাস	২৫ পাউন্ড	৫০ পাউন্ড	৫৫ পাউন্ড	৪৫ পাউন্ড	৫৫ পাউন্ড
বার্ষিক	৪৫ পাউন্ড	৭০ পাউন্ড	৭৫ পাউন্ড	৭০ পাউন্ড	৮৫ পাউন্ড

Name: ....

Address: ....

....

...............................Post Code ....

Telephone:..

৬ মাস / এক বছরের / গ্রাহক হওয়ার চাঁদা পাঠালাম

Euro Bangla
Circulation Section
117 Whitechapel Road
London E1 1DT UK

D.R: ...., F.I.:...................., L.I.:.......................